সংবাদ

027

তারিখ ... ১৭.১১.৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

ঢাকা: সোমবার, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৯১

স্কুল পাঠ্যবই নিয়ে অনর্থ কাণ্ড

স্কুল পাঠ্যবই বিলি-বণ্টনে বিশৃংখলা, অনিয়ম ও অব্যবস্থা যেন শেষ হওয়ার নয়। কোন কোন অঞ্চলে বছরের দশ মাস শেষ হওয়ার পরেও ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছায়নি। আবার কোনখানে বই বিলি না হয়ে স্তূপাকারে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। মাসের পর মাস গত হলেও স্কুলের ছেলেমেয়েদের হাতে বই না পৌঁছানোর অভিযোগ কম মেলেনা। এ সম্পর্কে পত্রিকায়ও মাঝে মাঝে খবর ছাপা হয়। ন' মাসের সব খবর বলার দরকার নেই। চলতি মাসের কয়েকটা খবর দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখই বোধহয় যথেষ্ট। সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী ও তার কাছাকাছি কয়েকটা উপজেলার বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বই না পেয়ে অসুবিধায় পড়েছে। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠানো গণিতের বই এখনো কেউ পায়নি। পত্রিকান্তরে এ খবরের সাথে ছাপা হয়েছে উল্লাপাড়া উপজেলা শিক্ষা দপ্তরের মেঝেতে পড়ে থাকা বই-এর স্তূপের ছবিসমেত খবর। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য গত বছর এসব বই পাঠানো হয়েছিল বলে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত উপজেলার শিক্ষা অফিসের একজন কর্মচারী নাকি বলেছেন যে, বিলি-বণ্টনের পর বইগুলো বেঁচে গেছে।

অব্যবস্থা কেবল প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই-এর ক্ষেত্রেই নয়, মাধ্যমিক পর্যায়েও আছে। যেমন মেহেরপুর জেলায় নবম ও দশম শ্রেণীর কয়েকশ' ছাত্রছাত্রী উচ্চতর মাধ্যমিক জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি ও বীজগণিতের বই আজো পায়নি। নবম শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষা এবং দশম শ্রেণীর টেষ্ট পরীক্ষা এসে পড়েছে। অথচ বইয়ের এখনো দেখা নেই। বই ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা কিভাবে দেবে এবং দিলেও কেমন ফল দেখাবে সেটা তারা ও তাদের অভিভাবকরাই কেবল ভাবছেন। সমান ভাবনা প্রাথমিক পর্যায়ের বই না পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দেরও। এ বিষয়ে যাঁরা ভাবনা-চিন্তা করলে অবস্থার প্রতিকার হতো, সেই, শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ স্কুল পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করতে হয় এমন অবস্থা কতকাল চলবে? বছর ঘুরে আসতে চললেও ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছায়নি কাদের কাজের গাফিলতিতে সেটা জানার ব্যবস্থা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে করতে হবে।

স্কুল পাঠ্যবই সময়মতো ছেপে বের করার নজির খুবই কম। প্রত্যেক বছরই কয়েক মাস ধরে বই-এর অভাব সম্পর্কে অসংখ্য খবর বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়। এ ক্ষেত্রে বোর্ডের ব্যর্থতার কথা নতুন করে তুলে কাজ নেই। প্রাথমিক শ্রেণীর বিনামূল্যে বিতরণের বই-এর এক মাত্র প্রকাশকও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, যদিও এগুলো বিলি বণ্টনের দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগের। এ বছর কোন কোন শ্রেণীর কিছু কিছু বই কি এতই কম ছাপা হয়েছে, যার জন্য সবখানে সব বই যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি বা বণ্টনকারীদের গরজের অভাবে বই যথাস্থানে যায়নি, তার খোঁজ নেয়া উচিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এ বছরের কথা তো 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। দশমাস গত হয়েছে এগারো মাস শেষ হতেও বেশী বাকী নেই। অধিকাংশ স্কুলেরই বাৎসরিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন বই পেলেও যা, না পেলেও তাই। তবু এবারে যা ঘটেছে তা যাতে আর না ঘটতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বই ছাপা, সরবরাহ ও বিলি-বণ্টন সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত হওয়া ও অব্যবস্থার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। উল্লাপাড়া উপজেলার শিক্ষা অফিসে বই-এর স্তূপ জমে কেন এবং কেনইবা পার্শ্ববর্তী উপজেলাগুলোতে বই-এর অভাব দশ মাস পরেও থেকে যায়? শিক্ষা অফিসারের তো উচিত ছিল বিলি না হওয়া বইগুলোর কথা জেলা অফিসারকে জানিয়ে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। তা তিনি জানিয়ে থাকলে এবং জেলা অফিসার তার এলাকায় বই বিলি-বণ্টনের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে থাকলে অভাবী এলাকায় উদ্বৃত্ত এলাকার বই পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেতো এবং তাহলে সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিতে পারতো না। জেলা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষ এই প্রয়োজনীয় কাজগুলো কেন করেননি তার জবাবদিহি করা উচিত। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবই সরবরাহ ও বিলি-বণ্টনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যারা নিয়েছেন তাঁদের একান্ত কর্তব্য হলো, সময়মতো বই যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া। বই ছাড়া যে পড়ালেখা করা সম্ভব নয়, এটা নিশ্চয়ই তাদেরকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। দায়িত্ব নিলে তা পালন করতেই হবে। এ সম্পর্কে ব্যর্থতার কোন কৈফিয়ৎ চলতে পারে না। বই-এর অভাবে পড়াশুনা মাটি হবে, ছেলেমেয়েদের পুরো একটা বছর নষ্ট হবে আর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্তে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকবেন, এটা চলতে পারে না।